গাংনীতে গাঁজাসহ যুবক ও পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার-২

এক কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ মো: লিখন মিয়া (২৫) নামের এক যুবক ও অপর একটি অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক
(৩০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গাঁজাসহ আটক লিখন মিয়া গাংনী উপজেলার খাঁসমহল গ্রামের মৃক সাঈদ হোসেনের ছেলে। এছাড়া আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক একই উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।

মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত থানা পুলিশের পৃথক দুটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বানী ইসরাইল জানান, উপজেলার নওপাড়া নবীনপুর গ্রামের নওপাড়া- তেঁতুলবাড়িয়া রাস্তার পাশে একটি নির্মানাধীন পাকা বাড়ির সামনে থেকে লিখন মিয়াকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে এক কেজি গাঁজা ও একটি পাখি ভ্যান জব্দ করা হয়।
গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ধারা ৩৬
(১) সারণির ১৯ (ক)/৩৮ ধারায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। গাংনী থানার মামলা নং ৫।

অপরদিকে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতের সিআর মামলা ৭৫২/২৪ এর পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাককে তাররবাড়িতে অভযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের প্রতিবাদে মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

দেশ বিরুধী ষড়যন্ত্র করতে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের লিফলেট বিতরণ ও নাশকতার পরিকল্পনার প্রতিবাদে গাংনীতে মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের চারচারা নামক স্থানে উপজেলা বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে এই মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মশাল মিছিলে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর বিএনপির ৩ নং ওয়ার্ডের সভাপতি ইনামুল হক, ১ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোঃ নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভি, যুবদল নেতা শাহিবুল ইসলামসহ বিএনপির অন্যান্য নেতাকর্মী।

আওয়ামীলীগের লিফলেট বিতরণ; ৬ জন গ্রেফতার

আওয়ামীলীগের হরতাল ও অবরোধের লিফলেট বিতরণের অপরাধে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের ৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। অপরদিকে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে মাদক ও নারী নির্যাতন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত দুই আসামি গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের আক্তার আলীর ছেলে মোঃ হাফিজুর রহমান (৪৩), ধলা গ্রামের মৃত কলিম উদ্দীনের ছেলে মোঃ আকবর আলী (৩২), মাইলমারী গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে মোঃ মাসুদুর রহমান খোকন (৪০) ও সহড়াতলা গ্রামের সেন্টু

মিয়ার ছেলে মো: বেল্টু মিয়া ।

অপরদিকে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত দুই আসামি গাংনী উপজেলা নওপাড়া গ্রামের দক্ষিণপাড়া এলাকার মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে মো: হুমায়ূন আহমেদ ও গাংনী উপজেলা শহরের মৃত রবিউল ইসলামের ছেলে হজরত আলী (২৭)। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত ৩১ জানুয়ারী সন্ত্রাসী বিরোধী আইনে গ্রেফতার চার আসামিরা আওয়ামীলীগের লিফলেট বিতরণ করেছে। গতকাল সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে হাফিজুর রহমান, আকবর আলী ও মাসুদুর রহমানের নামে গাংনী থানার এফআইআর নং-১১, তারিখ- ১৯/০৮/২০২৪, ধারা- ২০০৯ সাল (সংশোধনী/ ২০১২) এর সন্ত্রাস বিরোধী আইন এর ৬/২১/৭/৫)/৭(৬)(কে) ৭(৬) /১০/১১/১২/১৩। এছাড়া মোঃ বেল্টুর নামে গাংনি থানার এফআইআর নং-৪, তারিখ- ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫; ধারা- ৯(১) ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনী ২০০৩; তৎসহ ৩৭৯ প্যানাল কোর্ড, ১৮৬০; অপেরিদেক থানা পুলিশ অপর দুটি অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের দর্গাপাড়া এলাকার মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে মোঃ হুমায়ন (২৯) ও মাদকনিয়ন্ত্রণ আইনের মামলার আসামি গাংনী উপজেলা শহরের মৃত রবিউল ইসলামের ছেলে হজরত আলী (২৭)কে গ্রেফতরা করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত হুমায়নের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং- ২৫/২৩২, তারিখ- ১৫ আগস্ট, ২০২১; ধারা- ৩৬(১) সারণির ১৯(ক)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; জিআর-২৩২/২১ ও মোঃ হযরত আলীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের সিআর নং-৮৯৯, ধারা- ৩ যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; সিআর নং- ৮৯৯/২৪ মামলা রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৩১ জানুয়ারি বিকালে গাংনী উপজেলার মাইলমারী, ধলাসহ কয়েকটি স্থানে ওই চার ব্যক্তিসহ ৬ জন লিফলেট বিতরণ করে এলাকায় আতংক তৈরী করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের গতকাল সোমবার বিকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি পূনর্বিবেচনার দাবিতে গণমিছিল

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি পূনর্বিবেচনার দাবিতে গাংনীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণমিছিল করেছে বিএনপির একাংশ।
আজ রবিবার (২ ফেব্রুয়ারী) বিকাল ৫ টার দিকে গাংনী হাসপাতাল বাজার বিএনপির অফিসের সামনে থেকে গণমিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

বিএনপির মেহেরপুর জেলা আহবায়ক কমিটির সদস্য ও গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে গণমিছিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মতিয়ার রহমান মোল্লা, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম, যুবদল নেতা শাহিবুল ইসলাম ও মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি রেজওয়ানুল হক ইমন প্রমুখ।

গণমিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, বর্তমান কমিটি অবৈধ। এই অবৈধ কমিটি যদি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন কমিটি তৈরি করে তাহলে আমরা তা মানবো না। আমরাও নতুন কমিটি ঘোষণা করবো। আগামী ৭ তারিখ মেহেরপুর জেলার ৩টি উপজেলায় বর্তমান কমিটির বিপক্ষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, ২ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যুগ্ম মহাসচীব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী স্বাক্ষরিত ৩১ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে।

আহবায়ক কমিটির আহবায়ক শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও সদস্য সচীব হয়েছেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক

গাংনী উপজেলার মড়কা বাজারে জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

রাইপুর ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি হজরত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডাক্তার মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা।

রায়পুর ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি মনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের রুকন শফিউর রহমান। এসময় জামায়াতে ইসলামীর রাইপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে এ্যাডভোকেসি সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে স্থানীয় জনগণকে শরীরচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার সকাল ১০টায় গাংনী পৌরসভা কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সিটিজেন নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনীর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক প্রীতম সাহা।

সভায় মউকের নির্বাহী প্রধান সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। নারীদের মুক্তভাবে চলার গুরুত্ব এবং স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ নিয়ে বক্তব্য দেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ নাছির উদ্দীন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার মোঃ আসাদুজ্জামান এবং সহকারী প্রকৌশলী ও পৌর সচিব মোঃ শামীম রেজা।

সভায় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং যুবসমাজসহ বিভিন্ন পেশার প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মানবাধিকার কর্মী ফাহিমা আখতার।

মিলন হত্যা মামলায় সকল আসামি বেকুসুর খালাস

মেহেরপুরের গাংনীর চাঞ্চল্যকর প্রবাস ফেরৎ হাসানুজ্জামান মিলন হত্যা মামলার সকল আসামি আসামিকে বেকুসুর খালাস দিয়েছেন আদালত। আসামিদের মধ্যে তার স্ত্রী মানছুরা, শ্যালিকা ও ভাইরা রয়েছেন।

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ মন্জুরুল ইমাম চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলাটির রায় দেন। মামলার রায় ঘোষণার সাথে সাথে তার স্ত্রী মানছুরা খাতুন আদালতের কাঠগড়াই ভেঙ্গে পড়েন।

২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল সকালের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের সিনেমাহলপাড়াস্থ জিল্লুর দারোগার পরিত্যক্তু বিল্ডিং এর পিছনের জঙ্গলের মধ্যে থেকে প্রবাসফেরত হাসানুজ্জামান ওরফে মিলনের লাশ উদ্ধার করা হয়। মিলনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহৃ ছিল। ওই ঘটনায় নিহত মিলনের পিতা আব্দুল হামিদ বাদি হয়ে মিলনের স্ত্রী মানছুরা খাতুন, তার দুলাভাই আব্দুর রশিদ, মানছুরার ছোট বোন মছনয়ারা খাতুন মুন্নি এবং গাংনীর ব্যবসায়ী মোজাম্মেলকে আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং-২৬, জি আর কেস নং ১২৯/২০১৬।

ওই সময় মিলনের স্ত্রী মানছুরা খাতুনকে পুলিশ আটক করেন। এছাড়া মামলার অপর আসামি স্থানীয় ব্যবসায়ী মোজাম্মেলকে পুলিশ আটক করে। তারা দীর্ঘদিন জেল হাজতে ছিলেন। পরে জামিনে ছাড়া পান। ওই সময় মোজাম্মেলকে নিহতের স্ত্রী মানছুরার পরোকীয় প্রেমিক হিসেবে মামলার আসামি করা হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ২৩ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। মামলার রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিডিউটের আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, এবং আসামীদের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবি একেএম শফিকুল আলম ও একেএম জিল্লুর রহমান কৌশুলি ছিলেন। এদিকে মামলার রায় ঘোষণার সাথে সাথেই আসামি মানছুরা এবং মছনুয়ারা খাতুন মুন্নি আদালতের কাঠগড়াই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল হামিদ মল্লিকের ছেলে কুয়েত ফেরৎ হাসানুজ্জামান মিলনের ক্ষত বিক্ষত মরদেহ ২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল সকালে গাংনী পৌর এলাকার ঝিনেরপুর এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ির পাশে ঝোপের ভিতর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। মাথায় হাতুড়ি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে তাকে হত্যা করা হয় তাকে। সেসময় মিলনের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় স্ত্রীর সাথে গাংনীর ব্যবসায়ী মোজাম্মেলের পরকীয়া প্রেমের বলি হয়েছে মিলন।

হত্যকান্ডে জড়িত সন্দেহে নিহতের স্ত্রী মানছুরা, শ্যালিকা

মছনুয়ারা খাতুন মুন্নি তার স্বামী পুলিশ কনস্টেবল আব্দুর রশিকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেন নিহতের পরিবারের লোকজন। পরে পুলিশ তাদের এই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে নিলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না দিয়ে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। কুয়েত থেকে সম্প্রতি ছুটিতে দেশে ফিরে স্ত্রী ও এক সন্তানকে নিয়ে গাংনী শহরের বনবিভাগ পাড়ার নিজ বাড়িতে বসবাস করছিলেন তিনি।

ঘটনার আগের দিন বিকেলে গ্রামের বাড়ি শ্যামপুর থেকে গাংনীর বাড়ির উদ্দেশে মোটরসাইকেলযোগে রওনা দেয়। সকালে মিলনের স্ত্রী তাদেরকে জানায় মিলনের কোনো খোঁজ মিলছে না। পরে ঘটানাস্থলে এসে তারা মিলনের লাশের পরিচয় শনাক্ত করেন।

গাংনীতে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল ৯ বছরের শিশুর

মেহেরপুরের গাংনীতে ইট ভাটার ট্রাকের ধাক্কায় নয় বছর বয়সী তাইমুজ্জামান নামের এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন নিহত তাইমুজ্জামানের বড় চাচা মোটরসাইকেল চালক মাসুদুজ্জামান (বাবু)।

সোমবার (২৭ জানুয়ারী) দুপুর ১টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শুকুরকান্দি নামক স্থানে সামিয়া ফিলিং এন্ড অটো গ্যাস স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাইমুজ্জামান মেহেরপুর স্টেডিয়াম পাড়ার প্রবাসী মাহারুজ্জামানের ছেলে ও স্থানীয় মিশন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র এবং আহত মাসুদুজ্জামান একই এলাকার মৃত জবেদ আলীর ছেলে।

আহত মোটরসাইকেল চালক মাসুদুজ্জামান জানান, তিনি মোটরসাইকেল যোগে তার প্রবাসী ছোট ভাইয়ের ছেলে তাইমুজ্জামানকে সাথে নিয়ে দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আকুবপুর সামিয়া ফিলিং এন্ড অটো গ্যাস স্টেশনের সামনে পৌঁছালে বাম পাশে অবস্থিত থ্রী স্টার ইটভাটা থেকে একটি ট্রাক বেপরোয়া গতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার মোটরসাইকেলের পিছনে

ধাক্কা দেয়। ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের আরোহী আইমুজ্জামান পিছন থেকে পাকা সড়কের উপরে আছড়ে পড়ে গুরুতর আহত হয়। একই সাথে আহত হয় মোটরসাইকেল চালক বাবু।

স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত কুষ্টিয়ার মিরপুর ৫০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাইমুজ্জামানকে মৃত ঘোষণা করেন এবং মোটরসাইকেল চালক বাবুকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ট্রাকটি আটক করতে পারলেও চালক পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থল থেকে ট্রাক জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান পুলিশের ওই কর্মকর্তা।

গাংনীতে যুবলীগ নেতার হামলায় বিএনপি নেতা ও তার ছেলে আহত

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের মহিষাখোলা গ্রামে ইউনিয়ন যুবলীগ হাফিজুর রহমান হাফিজ ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলাপাতাড়ি কুপিয়ে গ্রাম বিএনপির নেতা আব্দুর রহিম (৬৫) ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন (২৭) গুরুতর জখম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল রবিবার (২৬ জানুয়ারী) দিবাগত রাত ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার মহিষাখোলা গ্রামের দক্ষিণ তেঁতুলবাড়ীয়া পাড়ায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত আব্দুর রহিম ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন প্রথম গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, আজকে রাতে স্থানীয় মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে কথা চলছিল। এসময় যুবলীগ নেতা হাফিজ ও বিএনপির স্থানীয় নেতা

আব্দুর রহিমের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। এর জের ধরে হাফিজ তার লোকজন ধারালো কুড়াল দিয়ে বিএনপি নেতা আব্দুর রহিমকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এসময় তার ছেলে ফিরোজ হোসেন তার বাবাকে বাঁচাতে এলে তাকে কুপিয়ে জখম করে। এসময় গুরুতর আহতাবস্থায় তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে ভর্তি করেন। পরে সেখানে তাদের অ্বস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

তারা আরও অভিযোগ করেন, যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ দীর্ঘদিন যাবৎ তার নিজ ফেসবুকে বিএনপি ও প্রধান উপদেস্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসসহ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও উস্কানিমুলক পোষ্ট দিয়ে থাকেন।

এদিকে এই হামলার পরপরই গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে আহতদের দেখতে যান এবং চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। তিনি হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজ ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর লোকজনকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানান।

এদিকে, এই হামলার পরপরই যুবলীগ নেতা হাফিজুলের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বলে ফেসবুকে এসে লাইভ করে অভিযোগ করেছেন তিনি।

হাফিজ ফেসবুক লাইভে বলেছেন, আব্দুর রহিম ও তার লোকজন প্রথমে আমার বাড়িতে হামলা করেছে। আমাকে ও আমার পরিবারের লোকজনকে মারধর ভাঙচুর করেছে। তবে, লাইভ করার পরপরই পালিয়ে গেছেন হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ ও তার লোকজন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি শান্ত করেন। এঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। তবে, এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেনো না ঘটে সেব্যাপারে পুলিশ টহল দিচ্ছে।

আহত পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

জেলা পর্যায়ের বাস্কেট বল টুর্নামেন্টে গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের বাস্কেট বল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ রবিবার (২৬ জানুয়ারি) বিকালে গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাস্কেট বল গ্রাউন্ডে মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলা পর্যায়ের অংশগ্রহণে এই ফাইনাল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ প্রতিপাদ্যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ফাইনালে গাংনী উপজেলা বাস্কেটবল দল ৬২-১৬ পয়েন্টের বিশাল ব্যবধানে মেহেরপুর সদর উপজেলা বাস্কেট বল দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলায় টূর্ণামেন্টের শ্রেষ্ট খেলোয়ার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের খেলোয়ার জাহেদুল ইসলাম জনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রনি আলম নুর।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মোত্তালেব আলী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, উপজেলা বিআরডিবি অফিসার
অনুষ্ঠানের সাবির্ক দায়িত্ব পালন করেন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানী, গাংনী উপজেলা ক্রীড়া

সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় ভলিবল দলের সাবেক কোচ আতর আলী।

সমাপনী অনুষ্ঠানের শুরুতে জুলাই আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারী শহিদদের রূহের মাগফেরাত এবং আহত ছাত্র-জনতার রোগমুক্তি কামনায় প্রার্থনা করা হয়।

পুরস্কার বিতরন শেষে বিজয়ী দল ও খেলোয়াড়দের আন্তরিক অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি আয়োজন সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক।

এসময় বক্তরা বলেন, পড়ালেখা ছাত্রদের প্রধান কাজ হলেও খেলাধুলা আমাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য দুটো গঠনে ভুমিকা রাখে। জাতীয় পর্যায়ে এই আয়োজন তরুন সমাজের দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে এবং আমাদের ক্রীড়ামোদী একটা সমাজ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।